সমাস

উদাহরণসহ সমাসের শ্রেণিবিভাগ

সমাসের শ্রেণিবিভাগঃ

- ১। দ্বন্দ্ব সমাস
- ২। কর্মধারয় সমাস
- ৩। বহুব্রীহি সমাস
- ৪। তৎপুরুষ সমাস
- ৫।অব্যয়ীভাব সমাস
- ৬। দ্বিগু সমাস
- ৭। বাক্যাশ্রয়ী সমাস
- ৮। অলোপ সমাস
- ৯। নিত্য সমাস

দ্বন্দ্ব সমাসঃ

- দ্বন্দ্ব শব্দের অর্থ ঝগড়া বা কলহ । এখানে যোগ বা জোড়া ব্যবহৃত।
- যে সমাসে পুর্বপদ ও পরপদ উভয়ের অর্থ প্রাধান্য পায় তাকে দ্বন্দ্ব সমাস বলে।
- এই সমাসে পুর্বপদ ও পরপদ সংযোজক অব্যয় দ্বারা যুক্ত হয়।

- যেমন – শিব ও দুর্গা = শিব-দুর্গা , ধনী ও গরীব = ধনী-গরীব, কর্ণ ও অর্জুন = কর্ণার্জুন ইত্যাদি।

কর্মধারয় সমাসঃ

কর্মধারয় শব্দের অর্থ কর্মকে ধারণ করে যে।

যে সমাসে বিশেষণ বা বিশেষণ ভাবাপন্ন পদের সঙ্গে বিশেষ্য বা বিশেষ্য ভাবাপন্ন পদের সমাস হয়, তাকে কর্মধারয় সমাস বলে।

যেমন – নীল যে পদ্ম = নীলপদ্ম, যা সহজ তাই সরল = সহজসরল।

প্রকারভেদ –

- ক। সাধারণ কর্মধারয় – যিনি দাদা তিনি বাবু = দাদাবাবু
- খ। মধ্যপদলোপী কর্মধারয় – ঘরে আশ্রিত জামাই = ঘরজামাই
- গ। উপমান কর্মধারয় – কাজলের ন্যায় কালো = কাজলকালো
- গ। উপমিত কর্মধারয় – কথা অমৃতের ন্যায় = কথামৃত
- ঘ। রূপক কর্মধারয় – শোক রূপ অনল = শোকানল

তৎপুরুষ সমাসঃ

যে সমাসে পূর্ব পদের বিভক্তি লোপ পায় এবং পরপদের অর্থ প্রাধান্য পায় তাকে তৎপুরুষ সমাস বলে।
যেমন – গাছে পাকা = গাছপাকা, রথকে দেখা = রথদেখা।
প্রকারভেদঃ

- ক। কর্ম তৎপুরুষ – লোককে দেখানো = লোকদেখানো
- খ। করণ তৎপুরুষ – ছায়া দ্বারা ঘেরা = ছায়া ঘেরা
- গ। নিমিত্ত তৎপুরুষ – বিয়ের জন্য পাগলা = বিয়ে পাগলা
- ঘ। অপাদান তৎপুরুষ – লোক থেকে লজ্জা = লোকলজ্জা
- ঙ। সম্বন্ধ তৎপুরুষ – জলের পিপাসা = জলপিপাসা
- চ। অধিকরণ তৎপুরুষ – গোলায় ভরা = গোলাভরা
- ছ। না তৎপুরুষ – নয় কাজ = অকাজ
- জ। উপপদ তৎপুরুষ – জলে চরে যে = জলচর
- ঝ। ব্যাপ্তি তৎপুরুষ – চিরকাল ব্যাপী সুখ = চিরসুখ

বহুব্রীহি সমাসঃ

বহুব্রীহি শব্দের অর্থ বহু ব্রীহি বা ধান্য যার।

যে সমাসে সমস্যমান পদগুলির অর্থ প্রাধান্য না পেয়ে তাদের লক্ষিত অন্য কোন অর্থ প্রাধান্য পায় তাকে বহুব্রীহি সমাস বলে।

যেমন – দশ আনন যার = দশানন অর্থাৎ রাবণ, ত্রি লোচন যার = ত্রিলোচন অর্থাৎ মহাদেব

প্রকারভেদঃ

- ক। সমানাধিকরণ বহুব্রীহি – নীল কণ্ঠ যার = নীলকণ্ঠ
- খ। ব্যাধিকরণ বহুব্রীহি – আশীতে বিষ যার = আশীবিষ
- গ। ব্যতিহার বহুব্রীহি – কানে কানে যে কথা = কানাকানি
- ঘ। নঞ বহুব্রীহি – ন (নাই) জ্ঞান যার = অজ্ঞান
- ঙ। মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি – হাতে খড়ি দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে = হাতেখড়ি
- চ। অলুক বহুব্রীহি – মাথায় পাগড়ি যার = মাথায়পাগড়ি
- ছ। সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি – সহস্র লোচন যার = সহস্রলোচন

দ্বিগু সমাসঃ

দ্বিগু শব্দের অর্থ দুই গোরুর সমাহার

যে সমাসে সংখ্যাবাচক বিশেষণ পদের সঙ্গে বিশেষ্য পদের মিলন হয় এবং সমাহার বা সমষ্টি অর্থ প্রকাশ করে তাকে দ্বিগু সমাস বলে।

যেমন – সপ্ত অহের সমাহার = সপ্তাহ, তে(তিন) মাথার সমাহার = তেমাথা

প্রকারভেদঃ

- সমাহার দ্বিগু – ত্রি ফলের সমাহার = ত্রিফলা
- তদ্ধিতার্থক দ্বিগু – সাত কড়ির বিনিময়ে কেনা = সাতকড়ি

অব্যয়ীভাব সমাসঃ

- যে সমাসে পূর্বপদ অব্যয়, পুর্বপদের অর্থ প্রাধান্য পায় এবং পুর্বপদের প্রভাবে পরপদ অব্যয় ভাবাপন্ন হয়, তাকে অব্যয়ীভাব সমাস বলে।
- যেমন – কূলের যোগ্য = অনুকূল, নদীর সদৃশ = উপনদী

নিত্য সমাসঃ

যে সমাসের ব্যাসবাক্য হয় না বা ব্যাসবাক্য করতে হলে অন্য পদের সাহায্য নিতে হপ্য, তাকে নিত্য সমাস বলে।

যেমন – কৃষ্ণ সর্প = কৃষ্ণসর্প, অন্য ভাষা = ভাষান্তর

প্রকারভেদ –

- স্বপদবিগ্রহ নিত্য সমাস - কৃষ্ণ সর্প = কৃষ্ণসর্প
- অস্বপদ বিগ্রহ নিত্য সমাস – অন্য গ্রাম = গ্রামান্তর

বাক্যাশ্রয়ী সমাসঃ

যে সমাসবদ্ধ পদকে আশ্রয় করে এক-একটি বাক্যের অর্থ প্রকাশিত হয়, তাকে বাক্যাশ্রয়ী সমাস বলে ।

এই সমাসের সমাসবদ্ধ পদে অনেক সময় একাধিক সমাসের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়।

যেমন – সবুজ-বাচাও-কমিটি – সবুজকে বাচাও (কর্ম তৎপুরুষ), সবুজকে বাঁচানোর নিমিত্ত কমিটি (নিমিত্ত তৎপুরুষ)

অলোপ সমাসঃ

- সমাসে সাধারণত পুর্বপদের বিভক্তি লোপ পায়, অনেক সময় পায় না। যে সমাসে পুর্বপদের বিভক্তি লোপ পায় না, তাকে অলোপ সমাস বলে।
- এটি আলাদা কোন সমাস নয়। যেকোনো সমাসে সমাস নিষ্পন্ন পদের বিভক্তি লোপ না পেলেই অলোপ সমাস হয়।

ধন্যবাদ